W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 127 /WBHRC/SMC/2017

Date: 31. 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Dainik Statesman, a Bengali daily dated 31.03.2017, captioned 'ছাত্রী নিখোঁজের অভিযোগ জানাতে গিয়ে হেনস্থা পরিবারের'

Superintendent of Police, Hooghly is directed to submit a detailed report by 5th May, 2017 explaining the reasons of refusal to accept FIR by Chandannagar Police Station and enclosing thereto -

a) full address and particulars of the parents of the victim girl;
b) copy of FIR, if any;
c) statement of the parents of the victim girl

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl: News Item Dt. 31.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper and upload in the website.

ছাত্রী নিখোঁজের অভিযোগ জানাতে গিয়ে হেনস্থা পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৩০ মার্চ— গৃহশিক্ষকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হল এক ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে চন্দননগরের পাদ্রিপাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে চন্দননগর ষষ্ঠীতলার বাসিন্দা সাইনু (১৭) ভদ্রেশ্বরের তেলিনিপাড়ায় গৃহশিক্ষক মহম্মদ জালালউদ্দিনের মেয়ের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ রক্ষায় যায়। রাত আটটা নাগাদ গৃহশিক্ষকের ছেলে কামরাল সাইন ও তার বান্ধবী নার্গিসকে টোটোয় করে ছাড়তে যান। পাদ্রিপাড়ায় নার্গিস টোটো থেকে নেমে পড়ে। বারাসত গেটের কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল সাইনের প্রেমিক নবিম আখতার। টোটো থামতেই আখতার সাইনকে টোটো থেকে নেমে আসতে বলে। সাইন তাকে জানায় সে বাড়ি যাবে। ওই ঘটনায় আখতারের সঙ্গে টোটো যাত্রীদের বচসা হয়। পরে সাইন বানু ছবিঘরের কাছ থেকে অটোতে ওঠে। অন্যদিকে রাত বাড়তে থাকায় সাইনের মা শবনম বিবির উদ্বেগ বাড়তে থাকে। তিনি জানান, স্যারের মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ শবনম বিবি ফোন করলে মেয়ে বলে, সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরবে। তারপরও বাড়ি না ফেরায় তিনি আবার রাত আটটা নাগাদ সাইনের গৃহশিক্ষককে ফোন করলে গৃহশিক্ষক জানিয়ে দেন, তিনি তার ছোট ছেলেকে দিয়ে ছবিঘর থেকে টোটোতে তুলে দিয়েছেন। ওই ঘটনায় সাইনার পরিবারের পক্ষ থেকে চন্দননগর থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে চুঁচুড়া থানায় পাঠিয়ে দেয়। চুঁচুড়া থানা আবার তাদের চন্দননগর থানায় যেতে বলে। কারণ পাদ্রিপাড়া চন্দননগর থানার অধীনে। তাই সেখানেই অভিযোগ দায়ের করতে হবে। অভিযোগ করাকে কেন্দ্র করে দুই থানার টানাপড়েনে তাঁদের সারারাত কেটে যায়, তবুও অভিযোগ দায়ের হয়নি। অবশেষে সাইনের পরিবার স্থানীয় কাউন্সিলর সৌমিত্র ঘোষের দ্বারস্থ হন। সৌমিত্রবাবু বলেন, পাদ্রিপাড়া চন্দননগর থানার এক্তিয়ারে। সেখানেই ঘটনা ঘটেছে। অথচ পুলিশ অভিযোগ নেয়নি। পুলিশের ওই ভূমিকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।